যুগান্তর

তারিখ 23 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বোয়ালমারীতে প্রধান শিক্ষক পদে ২০ লাখ টাকার ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ

ফরিদপুর ব্যুরো

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জর্জ একাডেমি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগে ২০ লাখ টাকা অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। বোয়ালমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এমএম মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান মীরদাহ। বৃহস্পতিবার ডাকবাংলো মোড়ে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়, ২০ লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে জর্জ একাডেমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে অযোগ্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এমএম মোশারফ হোসেন ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও শাহজাহান মীরদাহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। এ বিষয়ে এমএম মোশাররফ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, নোংরামির একটা সীমা আছে। এটা বদমাইসি ছাড়া কিছুই নয়। এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে তার বিরুদ্ধে কি করা যায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শাহজাহান মীরদাহ বলেন, এমএম মোশারফ হোসেন দীর্ঘদিন ওই একাডেমির সভাপতির পদে দায়িত্ব পালন করায় স্বেচ্ছাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্য সদস্যদের মতামতের তোয়াক্কা না করে সভাপতি যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছেন। তার স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এখন ডুবতে বসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ লাখ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে প্রধান শিক্ষক পদে আজিজুল হক নামের অযোগ্য এক ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পাঁয়তারা করছেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন— জেলা পরিষদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আছাদুজ্জামান, উপজেলা পৌর যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক মাসুদ মোল্লা, বোয়ালমারী সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রান্ত সিদ্দিক প্রমুখ। এ নিয়োগ পরীক্ষায় ডিজির প্রতিনিধি বোয়ালমারী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল হক হাওলাদার বলেন, নিয়োগ পরীক্ষা স্বচ্ছ হয়েছে। যিনি প্রথম হয়েছেন তাকেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত আজিজুল হক বলেন, আমি কোনো টাকা দেইনি।